নিরুক্তে উপসর্গের অর্থবত্তাবিচার

Date - 04/08/2026
বোয়ালিয়া

যাস্করচিত নিরুক্তগ্রন্থের নৈঘন্টুক নামক প্রথমকাণ্ডের প্রথমাধ্যায়ে উপসর্গের অর্থবত্ত্বাবিচার উপস্থাপিত হয়েছে। যাস্কমতে পদ চার প্রকার। যথা - নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত। এদের মধ্যে আখ্যাত যা ক্রিয়াপদের অর্থকে বিশেষিত করে উপসর্গ।

পূর্ববর্তী শাকটায়ন নামক ভাষাবিদ বলেন যে, উপসর্গগুলো আখ্যাতের সঙ্গে বা নামপদের ~~সঙ্গে~~ সঙ্গে সংযুক্ত না হয়ে উপসর্গগুলো ~~পৃথক~~ অর্থ প্রদানে সমর্থ হয় না। নামপদ বা ক্রিয়াপদের যে সকল অর্থ থাকে, তাদের দ্যোতনা করে উপসর্গগুলো। কিন্তু উপসর্গগুলো নাম ও আখ্যাতের বিশিষ্টার্থকেই প্রকাশ করে। উপসর্গের বাচ্যার্থ বা অভিধেয়ার্থ নেই, কেবল দ্যোত্যার্থ আছে। যেমন প্রদীপের সংযোগে কোনো দ্রব্যের গুন প্রকাশ পায়, দ্রব্যেরই গুন হিসাবে, কিন্তু প্রদীপের গুন হিসাবে নয়; তেমন ভাবে উপসর্গগুলো নাম ও

আখ্যাতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদেরই অর্থকে বিশেষিত করে, নিজের অর্থকে নয়। ফলে উপসর্গ সমূহের স্বকীয়ার্থ নেই — এটাই শাকটায়নের মত।

কিন্তু গার্গ্যাচার্য উপসর্গের স্বকীয়ার্থ স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে উপসর্গসমূহ নানাবিধ অর্থ বোধনে সমর্থ। বাক্যে নাম ও আখ্যাত থেকে আলাদা ভাবে প্রযুক্ত হয়েও উপসর্গ সুনির্দিষ্ট অর্থ বোঝায়। যেমন প্র- এই উপসর্গের অর্থ আরম্ভ, উদ্গত, বাহুল্য ইত্যাদি।

গার্গ্যমতে প্রত্যেক বর্ণের অর্থ বোধনে শক্তি আছে। ফলে উপসর্গেরও বাচ্যার্থ আছে। বর্ণের শক্তি না থাকলে বর্ণঘটিত পদের ও পদ নির্মিত বাক্যের অর্থ থাকতো না। মৃত্তিকার প্রতিটি অবয়বের যেমন মৃদ্ভাণ্ড নির্মাণের সামর্থ্য আছে, তেমনি পদের অন্তর্গত প্রতিটি বর্ণের অর্থ প্রদানকারী সামর্থ্য আছে। ফলে প্র ইত্যাদি উপসর্গেরও বাচ্যার্থ আছে। প্রদীপ যেমন কোন বস্তুকে

প্রকাশ করে নিজেকেও প্রকাশ করে, তেমনি উপসর্গগুলো নামপদ ও ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট অর্থকে প্রকাশ করে নিজের অর্থকেও প্রকাশ করে। ফলে উপসর্গগুলি অর্থবান্। নাম ও আখ্যাত হলো উপসর্গের অর্থ বোধনের আধার স্বরূপ। যদি নাম ও আখ্যাত উপসর্গ ছাড়াই নির্দিষ্ট অর্থ বোধনে সমর্থ হত, তবে তাদের পূর্বে উপসর্গ জোড়া হত না। ফলে উপসর্গের অর্থবাচকত্ব স্বীকর্তব্য।

উপসর্গ অর্থবান। যথা - আ-এর অর্থ সীমা (মর্যাদা), প্র = দূরার্থ, অভি = আভিমুখ্য, প্রতি = পরাঙ্মুখতা, নির্ এবং দুর্ = নিন্দা, সম্ = একীভাব, বি ও অপ = বিভাগ, অনু = সাদৃশ্য ও পশ্চাদ্ভাব, অধি = উপরিভাব বা ঐশ্বর্য = ইত্যাদি অর্থ বোঝায়। প্রকরণ অনুসারে এই সকল উপসর্গগুলোর নানাবিধ অর্থ অনুসন্ধান করে নিতে হবে।

এইভাবে গার্গ্যাচার্য মত প্রদর্শন করে যাস্কাচার্য উপসর্গের স্বকীয়ার্থ স্বীকার ও সমর্থন করেছেন।